রাজধলা বিলের বর্ণনা

নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলায় প্রায় ১৫০.০০ একর আয়তন সম্বলিত রাজধলা বিল। জানা যায়, ঘাগড়া জমিদারদের একাংশ স্থানান্তরিত হয়ে তৎকালীন ধলা বিলের দক্ষিণ পূর্বদিকে বসতি স্থাপন করেন। ধলা নামে পরিচিত বিলের জল ও পরিবেশ সংরক্ষণের কারণে বা কৌলিন্যতা রক্ষার্থে জমিদারদের স্বেচ্ছাচারিতার প্রভাব থাকায় সাধারণ প্রজাদের এ বিলের পানি ব্যবহার ছিল নিষিদ্ধ। আর ধলা শব্দের সাথে জমিদারদের পারিবারিক ভাবে প্রাপ্ত রাজা উপাধির সংযোগে বিলটির নামকরণ হয় রাজধলা বিল। রাজধলা বিলের একটি সংযোগ খাল মিশে গেছে ধলাই নদীর সাথে। আর বিখ্যাত এই রাজধলা বিলের নামানুসারেই অত্র উপজেলার নামকরণ করা হয়েছে পূর্বধলা।

প্রকৃতপক্ষে অপরূপা এ বিলের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অন্যতম কারণ এ বিলের পানির স্বচ্ছতা। নীল আকাশের ছায়া যখন পানির উপর প্রতিফলিত হয় তখন পানির নির্মল ঢেউ সৌন্দর্য পিয়াসী মানুষকে খুব সহজেই আকৃষ্ট করে।

মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত রাজধলা বিলে শীতকালে প্রচুর পরিমাণে পরীযায়ী পাখির আগমন ঘটে। সে সময় প্রতিদিনই দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থী আসেন এই পরীযায়ী পাখিদের সাথে সময় কাটাতে। এছাড়াও সারা বছরই পাখিদের কলরবে মুখরিত থাকে বিলের চারপাশ। আবার শরতের সাদা মেঘের সাথে পাল্লা দিয়ে বিলের সৌন্দর্যও যেন কাশ ফুলের ন্যায় শুভ্রতার বসন ধারণ করে।

বিলের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এখানে সারা বছরই একই রকম পানির প্রবাহ বিদ্যমান থাকে। বর্ষায় বিলের অথৈ জলে ফুটন্ত লাল-সাদা শাপলার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য অবগাহনের জন্য অন্যান্য জেলা উপজেলা থেকে দর্শনার্থী ভিড় করেন। এই বিল উপজেলার সবচেয়ে বিস্তৃত মিঠা পানির উৎস এবং প্রাকৃতিক মৎস্য ক্ষেত্র হওয়ায় এর রয়েছে বিশেষ ঐতিহ্য।

বিগত প্রায় সাত বছর পূর্বে বিলের পশ্চিম পার্শ্বে জেলা পরিষদ, নেত্রকোণার তত্ত্বাবধানে আধা কিলোমিটার এলাকায় ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। বিল সংলগ্ন পূর্বধলা সরকারি কলেজের উত্তর পার্শ্বে একটি পাকা ঘাট এবং পশ্চিম পার্শ্বে আরো একটি পাকা ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে সারাদিনের ক্লান্তি মুছে নিতে প্রতিদিন বিকেলবেলা শত শত মানুষ একটু অবকাশের জন্য চলে আসেন এ বিলের নির্মোহ প্রকৃতির কাছে।

প্রকৃতপক্ষে এ বিলটির রয়েছে পর্যটনের এক অপার সম্ভাবনা।

শেখ জাহিদ হাসান প্রিন্স
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পূর্বধলা, নেত্রকোণা।